একটি বিশুদ্ধ হৃদয়

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

একটি বিশুদ্ধ হৃদয়

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2023 দ্বারা প্রকাশিত

একটি বিশুদ্ধ হৃদয়

প্রথম সংস্করণ। 5 মে, 2023।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নীচের একটি ছোট বই যা আধ্যাত্মিক হৃদয়ের কঠোরতা এবং কলুষতা এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করে। মুসলমানদের জন্য একটি শুদ্ধ ও বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক হৃদয় গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা মহৎ চরিত্র অর্জন করতে পারে।

জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 68 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

একটি বিশুদ্ধ হৃদয়

আধ্যাত্মিক হৃদয়ের কলুষতা এবং কঠোরতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা সহীহ বুখারি, 52 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে যখন আধ্যাত্মিক হৃদয় কলুষিত হয় তখন পুরো শরীর নষ্ট হয়ে যায়। এই দুর্নীতি তখন একজনের কথা ও কাজে প্রতিফলিত হয়। একইভাবে, পবিত্র কোরান কোমল ও পরিশুদ্ধ হৃদয়ের গুরুত্ব তুলে ধরেছে এই পরামর্শ দিয়ে যে কেউ বিচার দিবসে তাদের ধন-সম্পদ বা আত্মীয়-স্বজন থেকে উপকৃত হবে না, যদি না তারা শুদ্ধ আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অধিকারী হয়। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

"যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। তবে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে আসে যে পরিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে আসে।"

কঠোর আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিকে এমন একজন ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে যে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যখন এটি তাদের কাছে উপস্থাপন করা হয় এবং বিশ্বাস করে যে তারা জ্ঞানে উচ্চতর। তাদের মধ্যে আত্মসমর্পণ এবং মহান আল্লাহর ভয়ের অভাব রয়েছে, যা সৎকাজ পরিত্যাগ, পাপ, অত্যধিক ভালবাসা এবং জড় জগতের জন্য সংগ্রাম করার দিকে নিয়ে যায় এবং অনন্ত পরকালের জন্য প্রস্তুতির জন্য উদাসীন থাকে। কঠিন হৃদয়ের লোকেরা সহজেই শয়তান দ্বারা পাপ করতে এবং ভাল কাজগুলিকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য প্রভাবিত হয়। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 53:

"[তা হল] যাতে তিনি শয়তান যা নিক্ষেপ করে [অর্থাৎ দাবী করে] তা তাদের জন্য পরীক্ষায় পরিণত করতে পারেন যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে এবং যারা কঠিন হৃদয়..."

কঠোর আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি দ্বারা দুটি নির্দিষ্ট দোষারোপযোগ্য বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করা হয়। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে খ্যাতি অর্জনের মতো তাদের নিজস্ব ইচ্ছা পূরণের জন্য ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থের অপব্যাখ্যা করে। তারা তাদের সমালোচনা করে যারা পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য মেনে চলার চেষ্টা করে, কারণ তারা চায় মানুষ তাদের চিন্তাভাবনা অনুসরণ করুক এবং বস্তুগত জগতের প্রতি প্রেম করুক। দ্বিতীয়টি হল যে তারা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী আয়াত এবং হাদিস বেছে নেয়। তারা যারা সমস্ত আয়াত ও হাদিস গ্রহণ ও আমল করার চেষ্টা করে তাদেরকে চরমপন্থী বলে আখ্যা দেয় যার ফলে তাদের নিজস্ব মনোভাব অন্যদের কাছে আনন্দদায়ক বলে মনে হয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 13:

“অতএব তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য আমরা তাদের অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের হৃদয়কে কঠোর করে দিয়েছি। তারা তাদের [যথাযথ] স্থান [অর্থাৎ, ব্যবহার] থেকে শব্দ বিকৃত করে এবং যে বিষয়ে তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার একটি অংশ ভুলে গেছে। এবং আপনি এখনও তাদের মধ্যে প্রতারণা লক্ষ্য করবেন, তাদের কয়েকজন ছাড়া..."

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, যারা মহান আল্লাহকে উল্লেখ না করে অতিরিক্ত কথা বলে, তারা আধ্যাত্মিক কঠোর হৃদয় গ্রহণের প্রবণতা পোষণ করে। যে ব্যক্তি কঠোর আধ্যাত্মিক হৃদয়ের অধিকারী সে মহান আল্লাহ থেকে দূরে থাকে। জামি আত তিরমিযী, 2411 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে যারা মহান আল্লাহর আনুগত্য পরিত্যাগ করে, যার মধ্যে তাঁর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মুখোমুখি হওয়া জড়িত, তারা কঠোর হৃদয়ে অভিশপ্ত হবে। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 13:

"অতএব তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য আমরা তাদের অভিশাপ দিয়েছিলাম এবং তাদের হৃদয়কে কঠোর করে দিয়েছিলাম..."

জামে আত তিরমিযী, 2305 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত হাসে সে কঠিন হৃদয়ে পরিণত হবে। এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে এর অর্থ এই নয় যে কেউ হাসতে পারে না কারণ এটিকে মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) দ্বারা দাতব্য কাজ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। জামি আত তিরমিযী, 1970 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতিরিক্ত হাসলে এমন একটি মানসিকতা গ্রহণ করা হয় যেখানে তারা কেবল মজার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এটি মৃত্যু এবং বিচার দিবসের মতো গুরুতর সমস্যাগুলি এড়াতে পারে। যদি কেউ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি এড়িয়ে চলে তবে তারা কীভাবে তাদের জন্য প্রস্তুত হতে পারে? প্রস্তুতির অভাব একজনের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে কঠিন হয়ে উঠবে।

কেউ কেউ বলেন অতিরিক্ত খাওয়া আধ্যাত্মিক হৃদয়ের কঠোরতা সৃষ্টি করতে পারে। কারণ অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে একজন অলস হয়ে যায়। অলসতা ভাল

কাজের হ্রাসের দিকে পরিচালিত করে যা আধ্যাত্মিক হৃদয়কে কঠিন হতে পারে।

জামে আত তিরমিযী, 3334 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে, যখন একজন ব্যক্তি পাপ করলে তার আধ্যাত্মিক হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। পাপের সংখ্যা বাড়লে এই কালোত্ব বাড়ে যা কঠিন আধ্যাত্মিক হৃদয়ের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 83 আল মুতাফিফিন, আয়াত 14:

"না! বরং দাগ তাদের অন্তরকে ঢেকে দিয়েছে যা তারা উপার্জন করছিল।"

এই কারণেই বলা হয়েছে যে ক্রমাগত পাপ করা আধ্যাত্মিক হৃদয়ের মৃত্যু ঘটাতে পারে।

মুসলমানদের জন্য তাদের হৃদয়কে নরম করার জন্য প্রচেষ্টা করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি তার শুদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। সহীহ মুসলিমের ৪০৯৪ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পরামর্শ অনুযায়ী, যখন আধ্যাত্মিক হৃদয় পরিশুদ্ধ হয় তখন শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পবিত্র হয়ে যায়। এই পরিশুদ্ধি একজনকে সৎ কাজ করতে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পাপ পরিত্যাগ করতে উৎসাহিত করবে।

আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নরম করার অনেক উপায় রয়েছে, যেমন জিহ্বা এবং হৃদয়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য সময় কাটানো। যা আবৃত্তি করা হচ্ছে তাতে মনোনিবেশ করে হৃদয়কে সম্পৃক্ত করা জরুরী যাতে তা নরম হয়ে যায়। তবে কেউ যদি ক্রমাগত হৃদয়কে জড়িত করতে ব্যর্থ হয় তবে তাদের কখনই হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। যেহেতু মহান আল্লাহকে স্মরণ করা, শুধুমাত্র জিহ্বার মাধ্যমে তাকে স্মরণ না করার চেয়ে অনেক উত্তম। মহান আল্লাহকে স্মরণ করার সর্বোত্তম রূপ হল পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত। তিলাওয়াতের সাথে তাদের হৃদয়কে জড়িত করার জন্য তাদের আরবী শিখে বা তারা বোঝে এমন ভাষায় পবিত্র কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে তারা কী আবৃত্তি করছে তা বোঝার চেষ্টা করা উচিত। অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 23:

" আল্লাহ সর্বোত্তম বাণী অবতীর্ণ করেছেন: একটি সুসংগত কিতাব যাতে পুনরাবৃত্ত রয়েছে। যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের চামড়া থেকে কাঁপতে থাকে। অতঃপর আল্লাহর স্মরণে তাদের চামড়া ও অন্তর শিথিল হয়ে যায়..."

পরবর্তী ক্রিয়া যা একটি নরম আধ্যাত্মিক হৃদয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে তা হল দরিদ্রদের প্রতি সদয় হওয়া, যেমন দরিদ্র অনাথ এবং বিধবাদের। গরীবদের সাহায্য করা মহান আল্লাহ তাদের অগণিত নেয়ামতের একটি স্মরণ করিয়ে দেয়। সত্য যে, মহান আল্লাহ একজন ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী এবং অন্যের সাহায্যকারী করেছেন ততক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়কে কোমল করতে পারেন যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানের ভাল নিয়ত থাকে।

প্রায়ই মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা করা আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নরম করে তুলতে পারে। এই কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজা, 4258 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন যে, মুসলমানদের প্রায়ই আনন্দের ধ্বংসকারী অর্থাৎ মৃত্যুকে স্মরণ করা উচিত। এটি একজনকে বিষয়গুলিকে গুরুত্ব

সহকারে নিতে বাধ্য করবে কারণ তারা জানে যে তাদের অবশ্যই মৃত্যু এবং পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই প্রস্তুতি নরম আধ্যাত্মিক হৃদয়ের দিকে নিয়ে যাবে।

মুসলমানরাও নিয়মিত কবর জিয়ারত করে তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নরম করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজা, 1569 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, মুসলমানদের কবর জিয়ারত করা উচিত কারণ এটি তাদের পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী যে, এই কাজটি কেবলমাত্র একজনের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নরম করে তোলে যদি তারা তাদের মৃত্যু, কবর এবং পরকাল নিয়ে চিন্তা করে। শুধুমাত্র কবর পরিদর্শন একজন ব্যক্তির মেজাজকে আরও গুরুতর করে তুলবে কিন্তু এই আত্ম-প্রতিফলন না হওয়া পর্যন্ত এটি তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়কে নরম করবে না।

মুসলমানরা অতীতের জাতিগুলির বিষয়েও চিন্তা করতে পারে যারা তাদের অবিরাম অবাধ্যতার কারণে মহান আল্লাহ কর্তৃক ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পবিত্র কুরআন ও পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস জুড়ে যেমন ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে, অতীতের জাতিগুলো বেশি শক্তিশালী ছিল, দীর্ঘকাল বেঁচে ছিল এবং আধুনিক বিশ্বের মানুষের চেয়ে বেশি পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করেছিল, কারণ তারা আল্লাহর অবাধ্য ছিল, মহিমান্বিত, এসব কিছুই তাদের উপকারে আসেনি। তাদের বিশাল এবং অতুলনীয় সাম্রাজ্যগুলি তাদের পরে যারা এসেছিল তাদের সতর্ক করার জন্য কেবল কয়েকটি চিহ্ন রেখে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যখন একজন মুসলিম সত্যিকার অর্থে এই বিষয়গুলোর প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে তখন তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয় নরম হয়ে যায় যা তাদের সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই পরকালের জন্য প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করবে।

মুসলমানদের অবশ্যই প্রদত্ত উপদেশের মাধ্যমে তাদের হৃদয়কে নরম করার চেষ্টা করতে হবে। তবেই তারা পরকালের দিকে মনোনিবেশ করতে এবং এর জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হবে। যে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক হৃদয় কঠোরতা থেকে নিরাময় হয় সেই ব্যক্তি হয়ে ওঠে যার হৃদয় কোমল, পবিত্র এবং শক্তিশালী। এর অর্থ হল এর বিশুদ্ধতা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকে স্বীকৃতি দেয়। এর স্নিগ্ধতা ব্যক্তিকে সত্যের উপর কাজ করতে উৎসাহিত করে। এর শক্তি একজনকে সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করতে দেয়। মহান আল্লাহ তায়ালার রহমতের মাধ্যমে এগুলো যখন মানুষের মধ্যে একত্রিত হয়, তখন সে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করবে। অধ্যায় 26 আশ শুআরা, আয়াত 88-89:

"যেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। তবে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে আসে যে পরিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে আসে।"

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe